আধুনিক সভ্যতার সঙ্কট

সুনীতি কুমার ঘোষ

(রচনাটি লেখকের সম্মতিক্রমে Bharatiya Samajik Chintan (A Quarterly Journal of Social Sciences. Volume III, No. 3, October – December 2004, থেকে গৃহীত এবং পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ইংরাজী থেকে বাংলায় অনুবাদ অম্লান ভট্টাচার্য।)

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ক্ষেত্রসমূহে, শিল্প ও সাহিত্য ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে আধুনিক সভ্যতা আশর্স্য অবদান রেখেছে। এর সর্বাধুনিক কৃতিত্ব হল কম্পিউটার, স্পেস - শিপ এবং ইনটারনেট। তাছাড়া এর কীর্তির মধ্যে আছে নাপামা বোমা, পারমাণবিক এবং তাপ পারমাণবিক বোমা, প্রায় - নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম বোমা, জীবাণু অস্ত্র এবং সেইসব অস্ত্র যাদের মধ্যে সমস্ত জীবন ও প্রকৃতির ধবংসেরবীজ রয়েছে।

আধুনিক সভ্যতার বস্তুগত অবদানগুলো পুঁজিবাদী সমাজের ফসল। মানুষ নয়, পুঁজিবাদের অগ্রাধিকার মুনাফা। পুঁজি শ্রমিকদের শ্রমশক্তি কেনে, তারা শ্রমের মাধ্যমে যে মূল্য সৃষ্টি করে তার একটা অংশ সে আত্মসাৎ করে এবং তাদের (নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করা ছাড়া যাদের কিছু নেই) সাধারণতঃ দেয় বেঁচে থাকার জন্য যতটা প্রয়োজন ততটুকু মজুরি -- এর পরিমাণ তখনই একটু বেশীহয়, যখন তাদের সংগ্রাম পুঁজিবাদীদের তা দিতে বাধ্য করতে পারে; কখনো কখনো এর পরিমাণ গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনও মেটাতে পারে না -- যা ভারতের মত (অর্ধ বিকশিত) দেশে প্রায়ই দেখা যায়। পুঁজিবাদীদের তা দিতে বাধ্য করতে পারে; কখনো কখনো এর পরিমাণ গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনও মেটাতে পারে না -- যা ভারতের মত (অর্ধ বিকশিত) দেশে প্রায়ই দেখা যায়। পুঁজির সঞ্চয় যত বাড়তে থাকে, যত একচেটিয়া ও মুষ্ঠিতন্ত্র (ঙ্গপ্তনন্ধঙ্গস্নাঙ্গপ্তম্ভ) দেখা যেতে থাকে, ততই পুঁজি দেশের সীমানা পেরিয়ে দুর্বল দেশগুলোকে দাসত্বে আবদ্ধ করে। পল ব্যারান ও পল সুইজি যেমন লিখেছেন, “.... পুঁজিবাদ এক অংশে সম্পদ তৈরী করে, অন্যদিকে, তৈরী করে দারিদ্র্য। সবচেয়ে উন্নত রাজধানী - শহর এবং সবচেয়ে পাশ্চাৎপদ উপনিবেশে সমভাবে প্রযোজ্য এই নিয়ম কখনই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করেন না।”১

একশো বছরেরও আগে কার্ল মার্কস লিখেছিলেন -- “পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা তার সমস্ত কৃপণতা সত্ত্বেও তার মানবিক দ্রব্যগুলির ব্যাপারে অত্যন্ত অমিতব্যয়ী... যে কোন উৎপাদন ব্যবস্থার চেয়ে এই ব্যবস্থা মানবজীবন বা জীবন্ত শ্রমকে অপচয় করে -- শুধু রক্ত ও মাংস নয়, স্নায়ু এবং মস্তিষ্কও।”২

মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েনের “রাজা আর্থারের দরবারে কানেকটিকাটের এক ইয়াংকি” প্রকাশিত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের প্রথম শতবর্ষের বছরে। তিনি লিখছেন, “আমরা চিন্তা করলে বুঝতে পারবো যে দুধরনের ‘সন্ত্রাসের রাজত্ব’ ছিল একটি হল তীব্র ক্রোধের ফলে হত্যা, অন্যটি নির্দয় ঠাণ্ডা মাথায় খুন। একটির আয়ু কয়েকমাস, অপরটির হাজার বছর; একটির ফলে মৃত্যু ঘটে দশ হাজার মানুষের, অন্যটি লক্ষ কোটি মানুষের মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসে। আমরা ভয়ে কাঁপি শুধু গৌণ সন্ত্রাসের বা সাময়িক সন্ত্রাসের আতংকে; অথচ ক্ষুধা, শীত, অপমান, নিষ্ঠুরতা এবং মন ভেঙে যাওয়ার ফলে সারাজীবন ধরে মানুষ যে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে, কুঠারের আঘাতে দ্রুত মৃত্যুর আতংকতার সাথে তুলনায় কতটুকু? ধীরে ধীরে আগুনে পুড়ে মৃত্যুর সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলকে হঠাৎ মৃত্যু কীভাবে তুলনীয়? শহরের একটি কবরখানায় সেই সাময়িক

সন্ত্রাসের বলিদের (যে সন্ত্রাসের নামে আমাদের কাঁপতে এবং বিলাপ করতে একটু একটু করে শেখানো হয়েছে) কফিনগুলোর জায়গা হতে পারে; কিন্তু আরও আগে থেকে চলে আসা প্রকৃত সন্ত্রাসের ফলে যারা মৃত, সমগ্র ফরাসী দেশে এত জায়গা নেই যে তাদের কফিনগুলো রাখা যেতে পারে। বর্ণনার অতীত সেই নিষ্ঠুর সন্ত্রাসের ব্যাপ্তিকে প্রত্যক্ষ করতে বা তাকে ঠিকভাবে বোঝার মত অনুভব (pity) গড়ে তুলতে আমাদের কাউকে শেখানো হয় নি।"

মার্ক টোয়েন যখন ওপরের কথাগুলো লিখেছিলেন তারপরে 'প্রকৃত সন্ত্রাসের' আতংক সংখ্যাহীন গুণিতকে বা গণনাতীতভাবে বেড়ে গেছে। পুঁজিবাদী - সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ (Core value) হল লক্ষকোটি মানুষের দুর্দশা, অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা, ভ্রষ্টাচার, চত্রান্ত, স্থায়িত্বহীনতা এবং মানবিক ও বস্তুগত সম্পর্কের ব্যাপক অপচয়ের বিনিময়ে নিজস্ব ক্ষমতা ও সম্পর্কের বলি এই ব্যবস্থা মানুষকে অমানুষ করে তোলে। স্পষ্টতঃ, এই ব্যবস্থায় বিপুল পরিমাণ মানবিক সম্পদ, যা পৃথিবীর সমস্ত ধরনের জীবনে সৌন্দর্য ও দীপ্তি নিয়ে আসতে পারত তা নষ্ট হয়ে যায়। যেখানে বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষ অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতে বাধ্য, যেখানে জন বেলামী ফস্টার লিখেছেন, "শুধু ১৯৯২ সালেই মার্কিন বাণিজ্যজগৎ ১ লক্ষ কোটি ডলার ব্যয় করেছে বাণিজ্যিক প্রচারের জন্য। এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে কেবলমাত্র লোককে বোঝাতে (সেই মুষ্টিমেয় লোক যাদের সামর্থ্য আছে) যে বেশী বেশী করে ভোগ্যবস্তু ব্যবহার করা উচিত। এই পরিমাণ বিনিয়োগ সরকারী ও ব্যক্তিগতস্তরে -- সমস্ত স্তরে -- শিক্ষাখাতে যা ব্যয় করা হয়েছে, তার চেয়ে ৬০,০০০ কোটি ডলার বেশী"।৩ ভারতবর্ষে যেখানে সরকারী হিসাবেই গ্রামের জনসাধারণের ৭১ শতাংশ বিশুদ্ধ পানীয় জল পায় না, সেখানে ২০০৪-২০০৫ সালে ভারতের সামরিক বাজেট হল ৭৭ হাজার কোটি। এছাড়া জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয় আধা সামরিক বাহিনী, পুলিশ ইত্যাদির ব্যাপারে। প্রতি বছরে মার্কিন সামরিক ব্যয়বরাদ্দ ৪০ হাজার লক্ষ কোটি ডলারের (৪০০ বিলিয়ন) অনেক বেশী। বিরোধীদের হত্যা করার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে সমস্ত দেশ যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, তার মোট পরিমাণ যদি কোন মহৎ কাজে লাগানো হত, তাহলে এক নতুন পৃথিবী গড়ে উঠত, গড়ে উঠত বহু যুগের স্বপ্নের পৃথিবী।

সাম্রাজ্যবাদ এবং সমরবাদ হাত ধরাধরি করে চলে। প্রাথমিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়েই আধুনিক সভ্যতার সমস্ত বস্তুগত অবদানগুলি বা কীর্তিগুলি তৈরী হয়েছে। এর সুফলগুলি ভোগ করে শুধু মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ।

বিশেষ করে বর্তমানকালে আধুনিক সভ্যতার সংকট অত্যন্ত ঘনীভূত। প্রশ্ন হল এটা কি টিকে থাকবে, না অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংস হয়ে যাবে?

সাম্রাজ্যবাদই আজ যুদ্ধের স্রষ্টা। বিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া আঘাত, অনাহার অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে কয়েক কোটি মানুষের মৃত্যু ছাড়াও শুধু সামরিক অভিযানের বলি হয়েছে ৪ কোটি লোক -- যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল। দুটো পারমাণবিক বোমা জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিকে বিধবস্ত করে দিয়েছে। ইউরোপে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই শু হয়েছিল নতুন নতুন যুদ্ধ। এগুলো ঘটিয়েছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ডের মত পুরোনো ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো এবং আরও বেশী গুত্বপূর্ণ হল পৃথিবীকে দখল করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যের দেশের ব্যাপারে নাকগলানোর অভ্যাসে এবং সরাসরি অন্যদেশকে আত্রমণ করাকে কেন্দ্র করে যেসব যুদ্ধ বেঁধেছে, তার বলি হয়েছে অনেকে। কোরিয়া, চীন, গ্রীস, মালয়, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন্স্, ইন্দোনেশিয়া, প্যালেস্টাইন, কাম্বোডিয়া, লাওস, ইরাণ, ইরাক (পঞ্চাশের দশকের শেষে, ষাটের দশকের শুতে এবং আবার ১৯৯০ থেকে শু করে বর্তমন কাল পর্যন্ত), কঙ্গো (জায়ের), লিবিয়া, সোমালিয়া, গুয়াতেমালা, কিউবা, চিলি, ব্রাজিল, ডমিনিক্যান রিপাবলিক, এল সালভাদর, নিকারাগুয়া, পানামা, হাইতি, যুগোস্লাভিয়া, আফগানিস্তান ইত্যাদি। যতদিন যাবে এই তালিকাও দীর্ঘতক হবে। কোটি কোটি মানুষকে নির্মমভাবে নিহত ও ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে। দেশগুলোকে লুঠ এবং বিধবস্ত করা হয়েছে। এছাড়া নাপামা ও অন্যান্য গাছগুলো ধ্বংসকারী (defoliant) এর মতো মৃত্যু ধ্বংসের অত্যাধুনিক (sophisticated) হাতিয়ারগুলোকে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

উনিশশো সত্তরের দশকের প্রথম দিকে কাম্বোডিয়াতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আত্রমণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান নরোদম সিহানুক বলেছেন, "হানাদারদের সুচিন্তিত নীতি ছিল শুধু মানুষকে খুন করা নয়, জমিকেও নষ্ট

করা।'' সিহানুক বলেছেন, 'লক্ষ্য বস্তুর মানচিত্রের প্রতিবর্ণ এলাকা ধরে অঞ্চলের পর অঞ্চলে পরিপূর্ণভাবে বোমা বর্ষণ করে, কাম্বোডিয়ায় যা কিছু বেঁচে থাকে এবং বেড়ে ওঠে হিসেব করে, তার ধবংসকার্য চালানো হয়েছে।'' তিনি বলেছিলেন, ''ঠাণ্ডা মাথায় মার্কিন নীতির অঙ্গ হিসাবে এটা (সমৃদ্ধ অরণ্যগুলো ধবংস করা, যা তৈরী হতে কয়েক প্রজন্ম লেগে যায়) আমাদের চোখের সামনে ঘটছে। পরিবেশ ধবংস করেকাম্বোডিয়াদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধবংস করে দেওয়া ছিল বিশেষ করে নিক্সন প্রশাসনের নীতি। একবার প্রকৃতিকে ধবংস করে দিতে পারলে মানুষেরও বিনাশ ঘটবে।''৪ যেখানে যেখানে তার যুদ্ধ রথের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়া হয়েছে, সেখানে এটাই মার্কিননীতি। মার্কিন ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড জিন লিখছেন, ''ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হবার আগে ভিয়েতনামে যা বোমা ফেলা হয়েছিল তার পরিমাণ ৭০ লক্ষ টন -- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়ায় যা বোমা পড়েছিল তার দ্বিগুণেরও বেশী -- ভিয়েতনামের মানুষ পিছু প্রায় ৫০০ পাউণ্ড বোমা --। এছাড়া, গাছপালা এবং যে কোন ধরনের বৃদ্ধি স্তব্ধ করে দেবার জন্য বিমান থেকে বিষাক্ত পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়া হত...।''৫ এমনকি প্রাচীনকালের ঐশ্বর্য যেমন পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম মেসোপটেমিয়া সভ্যতার নিদর্শগুলি লুঠহয়ে গেছে এবং মানবজাতির কাছ থেকে হারিয়ে গেছে ইরাকে বর্তমান মার্কিন আগ্রাসনের ফলে।

২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্রাটেজি অব দা ইউ এস এ' নামে একটি সরকারী দলিল প্রকাশিত হয়েছিল। এই দলিলে নির্লজ্জভাবে মার্কিন সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি'র তিনটি মূল নীতির উল্লেখ করা হয়েছিল (১) অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বজোড়া মার্কিন আধিপত্য বজায় রাখা, যাতে কোন জাতিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে না পারে ; (২) নিজের দেশে এবং অন্যান্যদেশে স্থাপিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী ও সামরিক ঘাঁটিগুলির এবং তার বন্ধু বা সহযোগিদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বলে মনেহলে যাতে আক্রান্ত হওয়ার আগেই পৃথিবীর যে কোন জায়গায় সামরিক আক্রমণ হানা যায়, তার জন্য প্রস্তুতি থাকা (একশো বা তারও বেশী দেশে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে, যেখান থেকে বাকি পৃথিবীর যে কোন অংশে তারা আক্রমণ চালাতে পারে); (৩) মার্কিন নাগরিকরা (যারা অন্যদেশে গণহত্যা বা ঐ জাতীয় কোনো অপরাধে অপরাধী) যাতে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের বিচারের আসামী নাহতে পারে, তার জন্য ব্যবস্থাপনা।''৬ আজকের অভূতপূর্ব একমে বিশ্বপরিস্থিতিতে, যেখানে মার্কিন সামরিক শক্তির কাছে অন্যসব দেশের সামরিক ক্ষমতা তুচ্ছ, মার্কিন শাসকশ্রেণী এই দলিল এবং আগেকার দলিলগুলোয় খোলাখুলিভাবে জানিয়েছে, পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের পথে তারা এমন কোন জাতিকে সহ্য করবে না, যারা তার প্রতি মাথা নীচু করতে অস্বীকার করে; রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ, তার সিদ্ধান্তসমূহ বা আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি তাকে অন্যদেশে আক্রমণ করা (নিজে আক্রান্ত হবার আগেই) থেকে আটকাতে পারবে না এবং মার্কিন অধিবাসীরা অন্যদেশে ঘৃণ্যতম অপরাধ করেও আন্তর্জাতিক বিচারালয় থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।

মার্কিন এই ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্রাটেজি সম্পর্কে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি মন্তব্য করেছেন, ''প্রশাসনের এই নীতি হল ২১ শতকের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নীতি, যা অন্য কোন দেশ মানতে পারে না এবং মানা উচিত নয়।''৭

''ফরেন অ্যাফেয়ার্স'' নামে মার্কিন প্রশাসনের অন্যতম বিখ্যাত পত্রিকার মাচ-এপ্রিল ১৯৯৯ সংখ্যায় স্যামুয়েল হানটিংটন লিখছেন, ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম বেশী একতরফাভাবে নিম্নোক্ত প্রচেষ্টাগুলো চালিয়েছে বা তাকে চালাতে দেখা গেছে ...মুক্ত ব্যবসা বাণিজ্য এবং খোলা বাজারের স্লোগান তুলে মার্কিন কর্পোরেট স্বার্থের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নীতিগুলোকে সেই স্বার্থের অনুকূলে তৈরী করা, অন্যান্য দেশগুলো যাতে মার্কিন অর্থনৈতিক স্বার্থানুযায়ী তাদের আর্থিক ও সামাজিক নীতি প্রণয়ন করে সেজন্য তাদের বারবার আঘাত করা (bludgeon); বিদেশে মার্কিন অস্ত্র বিক্রি করা এবং অন্য দেশের তুলনীয় অস্ত্র বিক্রি আটকানোর চেষ্টা করা; রাষ্ট্রসঙ্ঘের একজন মহাসচিবকে সরিয়ে নিজের পছন্দমত আর একজনকেসেই জায়গায় নিয়ে আসা ... এবং কতগুলো দেশকে 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র' (Rogue State) হিসাবে চিহ্নিত করা -- তাদের সমস্তরকম আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা, যারা মার্কিন ইচ্ছার কাছে নতজানু হতে অস্বীকার করে।''৮

অনেক বছর আকে বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখেছিলেন, 'তিন হাজার তিনশোটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি সারা পৃথিবীতে ছড়ানো রয়েছে, যাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শোষণের শিকাররা তাদের দেশের সম্পদ এবং ভাগ্যের ওপর মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে। শুধুমাত্র বিগত তিন বছর মার্কিন বিদেশ নীতির প্রধান দিকগুলো হল প্যারাট্রুপ নিয়ে অনুপ্রবেশ, নৌবাহিনী ব্যবহার, হত্যা, আকস্মিক সামরিক অভ্যুত্থান এবং জননেতাদের ঘুষ দিয়ে বশীভূত

করা।"৯

আজ উদারিকরণ এবং ঝিায়নের যুগে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী বহুজাতিক কোম্পানীগুলো বিনা বাধায় অন্যদেশে প্রবেশ করে, সেইসব দেশের শিল্প, ব্যবসা এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাদের মানবিক ও বস্তুগত সম্পর্ক শোষণ করে। তাদের বিনিয়োগকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বিশেষ করে অস্থির নিকট প্রাচ্যে, তারা নির্ভর করে মার্কিন সামরিক বাহিনীর ওপর। টমাস এল ফ্রিডম্যান লিখেছেন "বাজারের গোপন হাত অক্ষমই থেকে যাবে যদি অ াঘাত করার জন্য একটা হাত লুকোনো না থাকে। ...এফ ফিফটীন - এর প্রস্তুতকারক ম্যাকডোনেল ডগলাস না থাকলে ম্য াকডোনাল্ড কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি হবে না এবং পৃথিবীতে সিলিকন ভ্যালির টেকনোলজির পথ প্রশস্ত রাখে মার্কিন স্থল বা হিনী, বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনী।"১০ অতি সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানকে বিধবস্ত করা হয়েছে এবং সে দেশের হ াজার হাজার পুষ, নারী ও শিশুদের অভুক্ত, মূক এবং নিহত করা হয়েছে, যাতে ইউনোক্যাল (UNOCAL) নামে একটি বড় মার্কিন তেল কোম্পানী মধ্য এশিয়া থেকে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে তেল ও গ্যাসের পাইপ লাইন বসিয়ে পাকিস্তান ও ভারত পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, যাতে আফগানিস্তানকে আবার উপনিবেশে পরিণত করা যায় এবং কিরগিজস্তান, তা জিকিস্তান, উপবেকিস্তান (রাশিয়ার পাশে) ও পাকিস্তানে সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ইরাকের ওপর বর্তমান হানাদারির উদ্দেশ্য হল মধ্য প্রাচ্য দখল করা, যে মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বেশী তেল সম্পদ রয়েছে -- সারা পৃথিবীর প্রায় দুই - তৃতীয়াংশ। মার্কিন প্রশাসনের এক পদস্ত কর্মচারী (খন্দ্রন্দ্রনন্তন্ত্রপ্ত) যেমন বলেছেন, "সমগ্র মধ্যপ্র াচ্যের রাস্তা বাগদাদের ভেতর দিয়ে যায়।" এই তেলের ওপর আধিপত্য কায়েম করতে পারলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি হাতিয়ার পেয়ে যাবে যাতেফ্রান্স ও জার্মানির মত তেল আমদানির ওপর নির্ভরশীল দেশসহ বাকি বিশ্বের ওপর এক াধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব।

লণ্ডনের টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে পেন্টাগণ এমন একটি জীবাণু তৈরী কারখানা বা নিয়েছে যেখানে লক্ষ মানুষের মৃত্যু ডেকে আনবার ক্ষমতাসম্পন্ন যথেষ্ট পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া বানানো সম্ভব -- এই তথ্যটি ২০০১ স,ালের ৪ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক টাইম্স পত্রিকায়ও বের হয়েছিল। রিপোর্টে আরও জানানো হচ্ছে যে অ ালোচ্য প্রকল্পটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরো কয়েকটি গোপন উদ্যোগের একটি। যে বায়োলজিক্যাল অ্যাণ্ড টক্সিন ওয়েপন্স্ কনভেনশনে মারণ ও জৈব অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তাতে ১৯৭২ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সমস্ত বৃহৎ শক্তিই স্বাক্ষর করেছিল; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোপনে এই চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং নতুন ধরনের জৈব অস্ত্রের গবেষণা ও উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছে।১২ ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি বুস বায়োলজিক্যাল অ্যাণ্ড টক্সিন কনভেনশনের প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করা এবং কতটা কার্যকরী হল তা দেখার ব্যবস্থাপনাকে নাকচ করে দেন।১৩ র ায়টার্সের খবর অনুযায়ী, লস এঞ্জেল্স্ টাইম্স ২০০২ সালের ৯ই মার্চে পেন্টাগণের একটি গোপন (ন্তপ্তব্দব্দনন্দ্রনন্দ্বস্তু) রিপোর্টকে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছে যে বুশ প্রশাসন মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে যে ইরাক উত্তর কোরিয়া, ইরাণ, লিবিয়া, সিরিয়া, চীন এবং রাশিয়ার ওপর প্রয়োজনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার পরিকল্পনা তৈরী করতে।১৪ ২০০২ সালের৭মার্চ নিউ ইয়র্ক টাইম্সে একই ধরনের রিপোর্ট বেরিয়েছিল।

বুশ প্রশাসন একতরফাভাবে অস্বীকার করেছে রাশিয়ার সঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্র - বিরোধী ১৯৭২ সালের চুক্তিটিকে এবং বিপুল পরিমাণ ব্যায়ে একটি ব্যবস্থপনা গড়ে তুলবে বলে ঠিক করেছে, যা তাদের ভাষায় "পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র রোধী ঢাল।" মহাশূন্যের এই সামরিকীকরণের কর্মচূচী যতটা না আত্মরক্ষামূলক, তার চেয়ে বেশী আক্রমণাত্মক। নোয়াম চমস্কি যেমন বলেছেন, "এর লক্ষ্য হল আক্রমণাত্মক সামরিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মহাশূন্যকে একচছত্রভাবে কাজে লাগানো। এর মধ্যে আছে পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিপুল পরিমাণ ধবংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র, যার ফলে ব্যাপক হত্যা ধবংসলীলার বিপদ অনেক বেড়ে গেছে..."১৬ সামগ্র জগতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মরিয়া। তাতে যদি অ াধুনিক সভ্যতা এবং গোটা মানবসমাজ ধবংসস্তূপে পরিণত হয় তার কাছে সেটা কোন বিচার্য বিষয় নয়।

এই সংকট ছাড়া আধুনিক সভ্যতা আর এক সংকটের সম্মুখীন, যা কম ধবংসাত্মক নয়। পুঁজিবাদ পরিবেশের পক্ষে উত্তরো ত্তর বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দূষণ সৃষ্টিকারী কারখানা প্রচুর পরিম াণে রয়েছে। তারা বায়ুমণ্ডল, জমি, এমনকি ভূগর্ভস্থ জলকে বিষাক্ত করে তোলে যা মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনের পক্ষে মার

াত্মক। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন বহুজাতি কোম্পানী ভূপাল গ্যাস নিঃসরণের সেই শোকাবহ ঘটনাটি ঘটিয়েছিল। এর আগেও কয়েকবার গ্যাস নির্গত হওয়াসত্ত্বেও কোম্পানী সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে কোনরকম সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয় নি। ভূপালের ঘটনায় ২৭ টন বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়েছিল, হাজার হাজার মানুষ তার ফলে নিহত হয়েছিল, কয়েক লক্ষ বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছিল, জন্ম হয়েছিল বিকলাঙ্গ শিশুদের। এরফলে বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হয়ে পড়েছিল, ভূগর্ভস্থ জল দূষিত হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ লোক যন্ত্রণাদায়ক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

শুধু দূষণ ছড়ানোর কারখানাই নয়, ষাটের দশকের মাঝামাঝি মার্কিন সরকার 'সবুজ বিপ্লব' নামে যে কৃষিব্যবস্থা ভ ারতের মতদেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল, তার ফলে কৃষকেরা বাধ্য হয়েছিল মার্কিন বহুজাতিকদের উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং কৃষি যন্ত্রপাতি কিনতে, যা পৃথিবীর অন্যতম ধবংসাত্মক প্রযুক্তি। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার যত বেশী হয়, জমির উর্বরতা তত কমে এবং জমি, জল (ভূগর্ভস্থ জল সহ) এবং খাদ্য দূষিত হয়। উচ্চ ফলনশীল বীজ চাষের স্বার্থে যত বেশী জল মাটির তলা থেকে তোলা হয়, তত বেশী জলস্তর কমে যায় এবং ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বাড়ে। 'ইকোলজি অ্যাগেন্স্ট্ ক্যাপিটালিজম্' বইয়ের লেখক জন বেলামী ফসটারকে উদ্ধৃত করে বলা যায়। "...মূলতঃ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফল হল পরিবেশের অবক্ষয়।" তিনি আরও বলেছেন, "ড াবলিউ টি. ও, এন এ এফ টি এ, আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য নয়া উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিষ্কার বক্তব্য হল সামাজিক ও পরিবেশগত যত ক্ষতিই হোক না কেন, অর্থনৈতিক বিকাশ তাদের কাছে প্রথম অগ্রাধিকার প াবে।"১৭

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো চাইছে দূষণ ছড়ায় এমন শিল্পগুলোকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় স্থানান্তরিত করতে। আর ভ ারতের মত এইসব দেশগুলি প্রথম দলের দেশগুলোর বিপুল পরিমাণ দূষিত বর্জ্য পদার্থের ফেলার জায়গায় পরিণত হচ্ছে।

কিন্তু আরও বড় এক বিপদ, সমস্ত জীবনের এই গ্রহের সমস্ত জীবিত বস্তুর পক্ষে মারাত্মক এক বিপদ ওঁৎ পেতে আছে। গ্রীন্ হাউস গ্যাস--- বিশেষ করে কার্বন ডাই অক্সাইড, যার বেশির ভাগটাই নির্গত হয় খনিজ জ্বালানি পোড়ানোর ফলে -- বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়িয়ে তোলে, ফলে সমগ্র পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। এটা পৃথিবীর সমস্ত জীবের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। জন বেলামী ফসটার বলেছেন, "অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাই এখন এ ব্যাপারে একমত যে সমস্ত জীবিত প্রজা তিগুলির মধ্যে ৩০-৪০ শতাংশ এই শতকের মধ্যেই ধবংস হয়ে যাবে। তারা এর নাম দিয়েছেন, "ষষ্ঠ অবলুপ্তি"। এর সঙ্গে তুলনীয় শেষ জীব অবলুপ্তির ঘটনা ঘটেছিল ৬৫ লক্ষ বছর আগে যখন ডাইনোসররা নিহত হয়েছিল। আমরা ম ানুষরা পৃথিবীতে এই ঘটনা ঘটিয়ে চলেছি -- কয়েকজন ব্যক্তি হিসাবে নয়, একটা সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে, যা অ ামাদের ঐ পথেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এবং যা পুঁজির সঞ্চয় ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই মূল্য দিতে নারাজ।"১৮

গ্রীন্ হাউস গ্যাসগুলির নিঃসরণ কমানো এবং জলবায়ুর পরিবর্তন আটকানোর জন্য সরকারগুলির প্রতিনিধিরা ১৯৯২ সালে রিও দে জেনেইরোতে ভূ - সম্মেলনে (Earth Summit) মিলিত হয়েছিলেন। জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ সংক্রান্ত র াষ্ট্রসঙ্ঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন গঠিত হয় এবং ১৯৯০-এর স্তরেই গ্যাস নিঃসরণকে আটকে রাখা অবাধ্যতামূলক লক্ষ্য গৃহীত হয়। তারপর ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়েটোতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্মেলনে গৃহীত হয় কিয়োটো প্রোটোকল। এই চুক্তিতে ঠিক হয় যে ২০০৮-২০১২ সালের মধ্যে এই পাঁচ বছরে উন্নত দেশগুলি দ্বারা নির্গত গ্রীন্ হাউস গ্যাসের পরিমাণ ১৯৯০ এর স্তর থেকে ৫.২ শতাংশ কমানো হবে। আইনগতভাবে এই চুক্তিটি বাধ্যতামূলক হত, যদি অন্ততঃ ৫৫টি জাতি এতে অনুমোদন করত এবং যে সমস্ত দেশগুলির উন্নত দেশগুলির নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইডের ৫৫ শত াংশের জন্য দায়ী তারা যদি এই চুক্তি মেনে নিত। রাশিয়া সম্প্রতি এতে সম্মত হওয়ার ফলে এই চাহিদা পূরণ হল প্রয়ে াজনের অতিরিক্তভাবেই।

মার্কিন যুক্তকাষ্ট্র ৩৬ শতাংশ গ্যাস নিঃসরণের জন্য দায়ী বলে সবচেয়ে বড় দূষণকারী দেশ। কিয়োটোতে এই চুক্তি মেনে নেওয়া সত্ত্বেও ২০০১ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশ এই চুক্তিটিকে অস্বীকার করেন এই বলে যে এই খুবই ব্যয়সাধ্য এবং পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে কেন এর বাইরে রাখা হয়েছে সেই প্রশ্নও তিনি করেন। কোন সন্দেহ নেই যে পৃথিবীর বৃহত্তম বহুজা তিক কোম্পানী -- প্রধানতঃ মার্কিন পেট্রোল এবং অটোমোবাইলের দানবীয় কোম্পানীগুলির পক্ষে এটা কিছুটা ব্যয়সাধ্য।

কারণ কিয়োটো চুক্তি অনুযায়ী এদেরও উৎপাদন ও মুনাফা কমাতে হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হাঙ্গারের মুনাফা পৃথিবীর সমস্ত জীবের অস্তিত্বেরচেয়ে পবিত্র। জলবায়ু সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙেঘর ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনেরর সচিবালয়ের বক্তব্য অনুযায়ী ২০০২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯০ - এর স্তরের চেয়ে ১৩.১ শতাংশ বেশী গ্যাস নির্গত করেছে।

জন বেলামী ফসটার লিখেছেন ''উদাহরণ স্বরূপ, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্নদেশের সরকারি প্রতিনিধিদের প্যানেল (দ্বন্দ্বপ্ত) সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে আগামী দিনে কী ঘটতে পারে সে সম্পর্কে তাদের আগেকার হিসেবে অত্যন্ত কম করে দেখানো ছিল এবং তারা প্রথমে যা ভেবেছিল তার চেয়ে পৃথিবীর পরিবেশের এবং এই গ্রহের সমস্ত জীবনের পক্ষে মারাত্মক বিপদের সম্ভবনা রয়েছে। সমস্ত লক্ষণগুলো এক ভয়ংকর পরিবেশগত সংকটেরর দিকে ইঙ্গিত করেছে, অথচ রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলা করার জন্য খুব সামান্যই কাজ করা হয়েছে।''১৯

আধুনিক সভ্যতা এবং সমস্ত জীবনের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক এই সংকটগুলি অতিক্রম করার কি কোনও উপায় নেই? মহান বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আধুনিক জীবনের সমস্ত খারাপ দিকগুলোর জন্য পুঁজিবাদকে দায়ী করেছেন। আজ থেকে পঞ্চান্নবছরেরও আগে তিনি লিখেছিলেন, ''আমি নিশ্চিত যে এইসব মারাত্মক অমঙ্গলের বিনাশ ঘটানোর একটাই উপায় আছে, তা হল একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকবে, যার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হবে সামাজিক লক্ষ্যগুলি পূরণ করা।''২০

একমাত্র এইভাবেই আজকের আধুনিক সভ্যতা এবং পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব যে সংকট গুলির মুখোমুখি তা অতিক্রম করা সম্ভব। একমাত্র এইভাবেই মানুষ জানতে পারবে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী কী করে কাজ করতে হয়, কী করে প্রকৃতি ও অন্য মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়, একমাত্র এইভাবেই আগামী দিনের সভ্যতা তার সব গৌরব ও মহত্ত্ব নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে আধুনিক সভ্যতা এবং অতীতে সবচেয়ে ভাল দিকগুলোকে আত্মস্থ করে, যার উত্তরাধিকাররী সমগ্র মানবজাতি। একমাত্র তাহলেই মানুষ মনুষ্যত্বকে, তার প্রকৃত সত্তাকে আবার ফিরে পাবে।

তথ্যনির্দেশ

1. Baran and Sweezuy, Monopoly Capital, Pelican end, 1973 reprint, p.278
2. Marx, Capital, Vol. 3, Moscow, 1974 reprint, pp. 86, 88.
3. Foster, 'Global Ecology and the Common Gook', in History as in Happened (Selected Aritcales from Monthly Review), Indian end, 1988. p. 254
4. Norodom Sihanouk as related to Wilfred Burchett, My war with the CLA, Pelican, 1973, p. 260.
5. Zinn, A People's History of the United States, New York, 1990. P. 469.
6. Monthly Review, Dec., 2002 (Indian end.) pp. 4-5. emphasis ours.
7. Iibid, p. 5.
8. quoted in ibid, Sept. 2001 (Indian end.) pp. 20-21.
9. Quoted in ibid, Oct. 1966, p. 18.
10. New York Times Magazine, 28 March 1999. p. 65; quoted in David N. Gibbs, ;Washington's New Interventionism…', Monthly Review. Sept. 2001 (Indian end.). p. 32.
11. 'Pentagon's lab germs could kill millions', The Times, reproduced in The Statesman, 6 Sept. 2001.
12. Jonathan Power, 'Hypocrisy is the name of the Game', The Statesman, 24 Jan, 2003.
13. Monthly Review, Dec, 2002 (Indian edn.) p. 8.
14. The Statesman, 10 March 2002
15. Leo Pantich, 2Violence as a Tool of Order and Change; Monthly Review, Jane 2002 (Indian edn.) pp 19-20.
16. Chmsky, 'September 11 and Its Aftermath', Frntier, 30 Dec. 2001-5 Jan. 2002 p. 6.
17. Foster, 'Ecology, Capitalism and the Socialization of Nature', Monthly Review. Nov. 2004

(Indian end.) pp. 1-2.
18. Ibid, p. 8.
19. Ibid. p. - emphasis ours.
20. Einstein, 'Why Socialism?', in History as in Happened, Op cit, p. 16 – emphasis in the original.

सृष्टिसन्धान
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com